সমকাল

তারিখ ... 10 MAY 2015 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 2 ...

শ্রীপুর ও কটিয়াদীতে দুটি স্কুলে ৪৯ শিক্ষার্থী অজ্ঞান

সাইকোলজিক্যাল ইলনেসে আক্রান্ত

■ সমকাল ডেস্ক

গাজীপুরের শ্রীপুরে একটি স্কুলে ক্লাস চলাকালে ১৫ শিক্ষার্থী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। অন্যদিকে কিশোরগঞ্জের কটিয়াদীতে গত দেড় সপ্তাহে এক স্কুলে ক্লাস চলাকালে ৩৪ শিক্ষার্থী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

শ্রীপুর (গাজীপুর) : শ্রীপুরের ইজ্জতপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণীর বালিকা শাখার ১৫ শিক্ষার্থী শনিবার সকালে ক্লাস চলাকালে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পরে অজ্ঞান অবস্থায় শিক্ষার্থীদের শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে স্কুল মাঠে এসেম্বলি শেষে পাঠদান শুরু হলে ষষ্ঠ শ্রেণীর 'ক' শাখায় প্রথম শিল্পী আক্তার নামে এক শিক্ষার্থী অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এরপর একে একে একই ক্লাসে ১৫ শিক্ষার্থী জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কামাল হোসেন মোল্লা জানান, শিক্ষার্থীরা বমি বমি ভাব এবং মাথা ঘোরানোর কথা বলেছে। অসুস্থ হয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিল্পী আক্তার, স্মৃতি আক্তার, পলি আক্তার, লাবনী আক্তার, বীথি আক্তার, তানজিনা আক্তার, মুন্নি আক্তারসহ ৯ জনকে শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। এ ঘটনার পরই শনিবারের জন্য ছুটি ঘোষণা করা হয়। শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা শেখ মো. হাসান ইমাম বলেন, আমাদের একাধিক টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। অতিরিক্ত গরমের কারণে এ রকম হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) : কটিয়াদী উপজেলার লোহাজুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে গত দেড় সপ্তাহে মাস সাইকোলজিক্যাল ইলনেসে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে ৩৪ শিক্ষার্থী। তারা বিদ্যালয়ে খিচুনি দিয়ে বমি করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। এ নিয়ে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়।

লোহাজুরী উচ্চ বিদ্যালয়ে ২৭ এপ্রিল থেকে ৯ মে পর্যন্ত ৩৪ ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাদের কটিয়াদী সদর হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়। অসুস্থ হয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা হলো– দশম শ্রেণীর ছাত্রী তামান্না, রীপা, ঝর্ণা নামের দুইজন, অষ্টম শ্রেণীর সাকিয়া, রিক্তা, আয়েশা, সেতু আক্তার, সাদিয়া আক্তার, সাথী বেগম, নাজমা খাতুন, সিনথিয়া বেগম, তাপসী আক্তার, সুভা আক্তার, সপ্তম শ্রেণীর ডলি আক্তার, আশা আক্তার, মুক্তি বেগম, তাসান্না, ডলি, মারুফা আক্তার ও সাকিলা, ষষ্ঠ শ্রেণীর হিরা আক্তার, জিন্নাত আক্তার, সুমা আক্তার, ইয়াছমিন খাতুন, পান্না খাতুন, লীজা আক্তার, বৃষ্টি, মায়া, সারা, কল্পনা, মাধবী, হিরা ও জান্নাত। স্কুলের শিক্ষকরা জানান, খিচুনি দিয়ে বমি করে তারা অজ্ঞান হয়ে পড়ে। একজনের দেখাদেখি অন্যরাও আক্রান্ত হতে থাকে। হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা দিলে তারা সুস্থ হয়। কটিয়াদী হাসপাতালের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. সৈয়দ মঞ্জুরুল হক বলেন, এটি মাস সাইকোলজিক্যাল ইলনেস। তাদের খাবার স্যালাইন ও খোলা বাতাসে রাখলেই তারা সুস্থ হয়ে ওঠে।